কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 FEB 2014
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম ...৬...

রাবির ঘটনায় সাবেক শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন

পুলিশ, ছাত্রলীগ ও প্রশাসন একত্রে হামলা চালিয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ▶

সান্ধ্য কোর্স বাতিল ও বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একত্রে হামলা চালিয়েছে। এই তিন শক্তির একে অপরকে সহযোগিতা করার আলামত পাওয়া গেছে। হামলার ওই ঘটনা আসলে 'সিসটেমেটিক ভায়োলেন্স' বা 'প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা'।

গত ২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য কোর্স বাতিল ও বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবির আন্দোলনে সহিংসতার সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক শিক্ষার্থীরা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করে। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে উপর্যুক্ত তথ্য জানায় কমিটি।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি চার স্তরে ভাগ করে সত্যানুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবে। প্রথম স্তরে বিভিন্ন ডকুমেন্ট, টেলিভিশনে সম্প্রচারিত প্রতিবেদন, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ও প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিবৃতি, স্থানীয়ভাবে ধারণকৃত প্রকাশ-অপ্রকাশিত ৬৫০টি ছবি, ভিডিও-ফুটেজের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রাথমিক সেই তদন্ত প্রতিবেদন গতকাল প্রকাশ করা হয়।

দ্বিতীয় স্তরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, আহত-প্রত্যক্ষদর্শী-আন্দোলনকারী-ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার-জবানবন্দি গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের বক্তব্য গ্রহণ ও পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের বক্তব্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে সহিংসতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করা হবে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। তৃতীয় স্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণের ভিত্তিতে এক বা একাধিক সম্পূরক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। চতুর্থ স্তরে প্রাথমিক প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও সম্পূরক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

গতকাল প্রকাশ করা প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়, সান্ধ্য কোর্স ও ফি বর্ধিত করার বিষয়ে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। প্রথম দিকে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করলেও আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়ে সাধারণ প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেয়। বামপন্থীরা এই প্ল্যাটফর্মে থাকলেও একক নিয়ন্ত্রণ তাদের ছিল না। শুরু থেকেই এ আন্দোলন অহিংস ছিল। বর্ধিত ফি প্রত্যাহার এবং সান্ধ্য কোর্স স্থগিতের ঘোষণায় ছাত্রলীগ আনন্দ মিছিল বের করে। মিছিলের এক পর্যায়ে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পরপরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপিয়ে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। অস্ত্রসহ ছাত্রলীগ নেতারা প্রকাশ্যে গুলিও চালিয়েছে। এতে ২৮ জন আহত হয়। তাদের ১২ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। ঘটনার আগের দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলগুলোতে 'রেইড' দিয়েও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ক্যাম্পাসে প্রবেশের মুখগুলোতে পুলিশি পাহারা থাকলেও শিক্ষার্থীদের ভেতরে প্রবেশের সময় সার্চ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আশঙ্কা বোধ থাকলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ বোধ করেনি। হামলায় প্রশাসনের শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ছিল। ঘটনার দিন ক্যাম্পাসে জলকামান-এপিসি নিয়ে পুলিশের উপস্থিতি ছিল। শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের 'হামলা' ছাত্রলীগের 'হামলার' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়। পুলিশ নির্বিচারে টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, ছররা গুলি বা পিলি বুলেট ছুড়তে থাকে। তাদের হামলার শিকার হন গণমাধ্যমকর্মীরাও। ছাত্রলীগকর্মীরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, আন্দোলনের ঘটনাক্রমিক ফটোগ্রাফিতে শিবিরের কোনো পদস্থ বা পরিচিত নেতাকে দেখা যায়নি। শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বা প্রকট উপস্থিতি সমাবেশে ছিল—এমন আলামত দেখা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আরাফাত সিদ্দিক, আরিফ রেজা মাহমুদ, উদিসা ইসলাম, ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, জাহিদ জন, বাঁধন অধিকারী, সালাহউদ্দীন সুমন ও সারোয়ার সুমন।